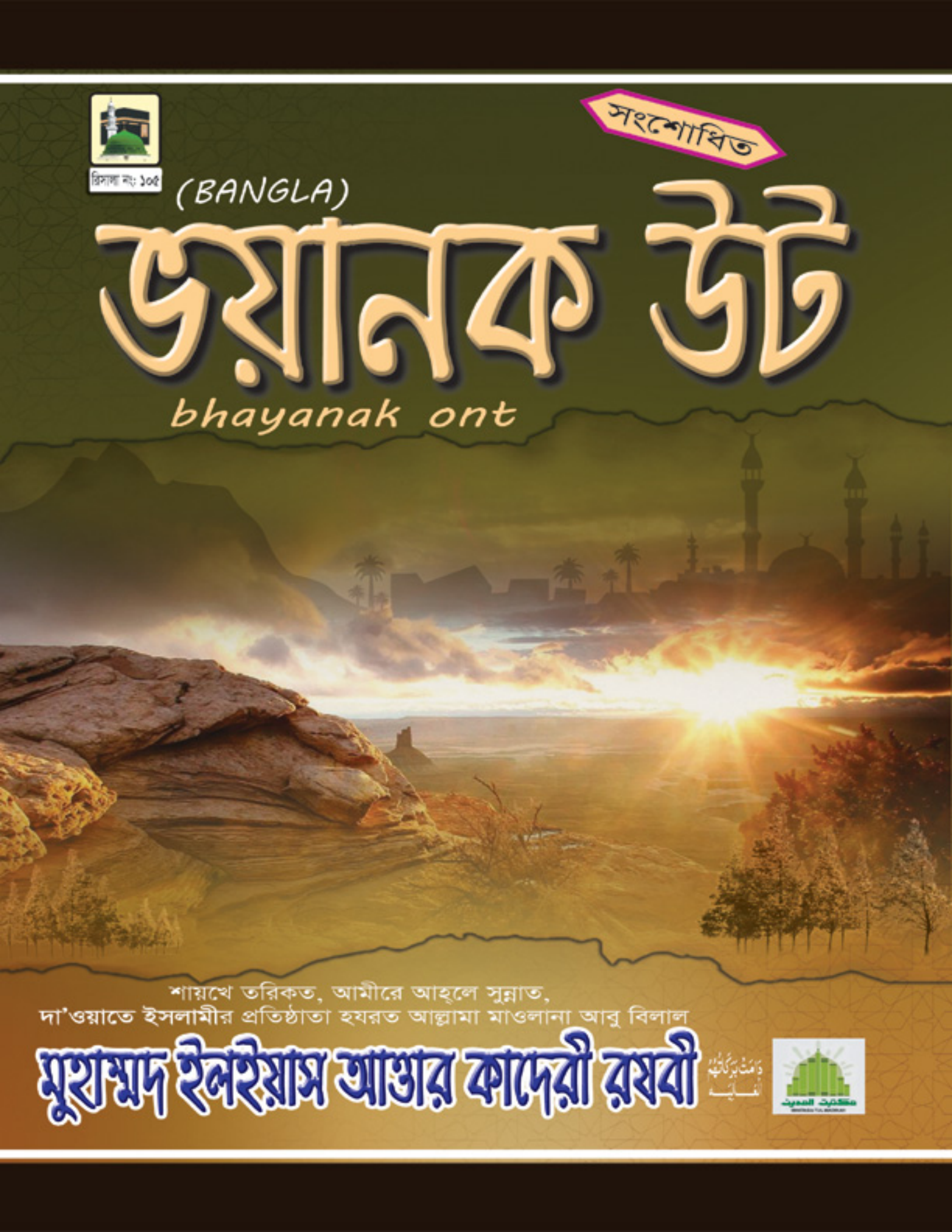

রিসালা নং: ১০৫

সংশোধিত

(BANGLA)

ভয়ানক উট

bhayanak ont

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দো'আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো'আটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দো'আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: “কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।”

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	হায়! মুসলমানদের বিধ্বংসী কার্যকলাপ!	১৭
(১) ভয়ানক উট	৩		
হায়! (অমুখাপেক্ষী) শানে বে-নিয়াজ আর কাকে বলে!	৪	নেকীর দাওয়াতের মহত্ব ও ফযীলত	১৮
হুযুর ﷺ কে নির্যাতন করার কারণ	৫	ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গুনাহের কাজে বাধা প্রদান না করার শাস্তি	১৮
(২) সাফা পর্বত থেকে নেকীর দাওয়াত	৫	চল্লিশ হাজার সৎলোককেও ধ্বংস করে দেব, কেননা	১৯
(৩) দরজায় রক্ত	৬		
আল্লাহ্‌র রাস্তায় নির্যাতন সহ্য করা সুন্নাত	৮	নেকীর দাওয়াতের জন্য সফর করা সুন্নাত	২০
(৪) শিয়াবে আবি তালিব	৮	ইলমের ফযীলত সম্পর্কিত চারটি হাদীস	২১
সামাজিক ভাবে বিচ্ছিন্ন (সোসাল বয়কট)	৯		
চামড়ার টুকরো খেয়ে নিয়েছিলেন	১০	আমীর কাফেলার সৎরিত্র আমাকে মাদানী কাফেলার সফরকারী বানিয়ে দিল	২২
উই পোকার সার্থকতা	১১	অটলতা খুবই জরুরী	২৪
তায়েফের করুণ সফর	১২	মাদানী ইন্‌আমাত কার জন্য কতটি?	২৫
কলম কাঁপে	১৩		
পর্বত সমূহের ফেরেশতা	১৫	মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমলকারীদের জন্য মহান সুসংবাদ	২৬
কেউ শাসালে!	১৬		
এত সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও অলসতা	১৭		
		বসার ১৮টি মাদানী ফুল	২৭
তথ্যসূত্র			৩১

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ভয়ানক উট[১]

শয়তান আপনাকে যতই অলসতা দিক না কেন, ৩২ পৃষ্ঠার এই পুস্তকটি শেষ পর্যন্ত পড়ে শেষ করবেন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনি হবেন অসীম সাওয়াবের মালিক, জানতে পারবেন অনেক কিছু।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার সুলতান, বিশ্বকুলের রহমত, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি কোন সমস্যার শিকার হবে, সে যেন আমার উপর বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করে। কেননা, আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা দুঃখ-দুর্দশা এবং বিপদ-আপদকে বিদূরিতকারী।” (আল কওলুল বদী, ৪১৪ পৃষ্ঠা। বুস্তানুল ওয়ায়েজীন লিয জাওযী, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) ভয়ানক উট

কুরাইশ কাফিরগণ একদা পবিত্র কাবা শরীফে এসে একত্রিত হয়েছিল। নিকটেই **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায আদায় করছিলেন।

---

[১] এই বয়ানটি আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতেভরা ইজতিমায় করেছিলেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং সংযোজন সহকারে সেই বয়ানের লিখিতরূপ আপনাদের সামনে পেশ করা হল। ----**মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ।**

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তা'আলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আবু জাহেল ভারী একটি পাথর হাতে উঠিয়ে নিয়ে **বিশ্বকুলের রহমত, মানব ও দানব জাতির প্রিয় নবী, অনাথগণের আশ্রয়, হাসান-হোসাইনের নানাজান, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নূরানী মস্তক মোবারক লক্ষ্য করে **আল্লাহ্**র পানাহ! সিজদা অবস্থায় পিষ্ট করার নাপাক ইচ্ছায় সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। কাছাকাছি আসতে না আসতেই সে হঠাৎ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পিছনের দিকে পালিয়ে গেল। তার এই কান্ড দেখে অভিশপ্ত কাফিররা জিজ্ঞাসা করল: 'আবুল হাকাম! তোমার কী হল'? সে উত্তরে বলল: আমি যখন নিকটে পৌঁছি, দেখতে পাই ভয়ঙ্কর মস্তক ও ভয়াল ঘাঁড় বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর এক উট দাঁত কীটমিট করে হা করে আমাকে গ্রাস করার জন্য তেড়ে আসছিল। এমন ভয়ঙ্কর উট আমি আর কখনো দেখি নি। **ছরকারে দো-আলম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সেই উটটি ছিল হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام। আবু জাহেল আর সামান্য অগ্রসর হলেই তাকে ধরে ফেলত।

(আস সীরাতুন নববিয়্যাহ্ লি ইবনি হিশাম, ১১৭ পৃষ্ঠা)

নূরে খোদা হে কুফর কি হরকত পে খন্দা যন
ফুঁকোঁ সে ইয়ে চেরাগ বুঝায়া না জায়েগা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হায়! (অমুখাপেক্ষী) শানে বে-নিয়াজ আর কাকে বলে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্র বে-নেয়াজীর শান তো অবর্ণনীয়ই বটে। **তিনি** সময়ে সময়ে স্বীয় **মুবাল্লিগ হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও দুশমনদের নির্যাতন-নিপীড়নে লিপ্ত করিয়ে দিয়ে **তাঁর** মর্যাদারও অবর্ণনীয় উন্নত করে থাকেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

আবার কখনো কখনো **মুবল্লিগে আযম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুশমনদেরকে তাদের আক্রমণের পূর্বেই আতঙ্কগ্রস্ত করে দিয়ে এই কথাই বুঝিয়ে দেন যে, সাবধান! আমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তোমরা কখনো একা ও নিঃসঙ্গ মনে করিও না।

হুযুর ﷺ কে নির্যাতন করার কারণ

আমাদের আক্বায়ে মজলুম, সরওয়ারে মাসূম, রাসুলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুরাচারী কাফিররা যে জুলুম নিপীড়ন করত তার একমাত্র কারণ ছিল, তিনি লোকজনকে প্রকাশ্যে নেকীর প্রতি আহ্বান করতেন। প্রথম প্রথম **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় তিন বৎসর যাবৎ গোপনেই ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। এর পরেই **আল্লাহ্ তা'আলার** পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার আদেশ আসে।

(প্রাগুক্ত, ১০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) সাফা পর্বত থেকে নেকীর দাওয়াত

১৯তম পারার সূরা শুআরার ২১৪ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করছেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে প্রিয় হাবীব! আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের ভীতি প্রদর্শন করুন।

وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿۲۱۴﴾

এই নির্দেশ আসার সাথে সাথে **আক্বায়ে করশী, মাওলায়ে হাশেমী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাফা পর্বতে আরোহন করে কোরাইশ গোত্রের লোকজনকে আহ্বান করলেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

মানুষ জন উপস্থিত হয়ে গেলে সকলকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন: আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, মক্কার উপকণ্ঠ থেকে শত্রুদল তোমাদের আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে, তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? সকলে এক বাক্যে বলে উঠল, কেন বিশ্বাস করব না? আমরা তো **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সব সময় সত্য কথাই বলতে শুনেছি। **মুবাল্লিগে আযম, রাহমতে দো-আলম, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাহলে তোমরা সবাই শোন, তোমরা যদি আমার উপর ঈমান না আন, তাহলে তোমাদের উপর কঠিণ আযাব নাযিল হবে। এ কথা শুনা মাত্র আবু লাহাব তিরস্কার করতে আরম্ভ করে দিল। লোনজনও চলে যেতে লাগল।

(বুখারী, ৩য় খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৭৭০, ৪৭৭১)

মগর উছ রহমতে আলম কা ঘর তৌহিদ কা ঘর থা
না আ সাকতি থি মায়ূছী কেহ্ ইয়ে উম্মিদ কা ঘর থা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) দরজায় রক্ত

ইসলামের তবলীগ প্রকাশ্য ভাবে আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। হায়! হায়! **উভয় জগতের বাদশাহ, মহান প্রতিপালকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী শরীর মোবারকের উপর দুরাচার কাফিরগণ কখনো কখনো চাবুক ইত্যাদি ব্যবহার করত, কখনো কখনো **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ দরজায় জীব-জন্তুর রক্ত লাগিয়ে দিত, কখনো **তাঁর** চলার পথে কাঁটা পুতে রাখত, আবার কখনো তাঁর নূরানী দেহাবয়বে পাথর ছুঁড়ে মারত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এক বার তো তাদের এক নৃশংস যালিম **নূর নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘাঁড় মোবারকই মটকে দিয়েছিল তাঁর সিজদা রত অবস্থায়। তাঁর চক্ষুজুগল বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিল। কখনো এমনও হয়েছে যে, সিজদা অবস্থায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিঠ মোবারকে উটের নাড়িভুড়ি (জরায়ু) তুলে দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়াও অভিশপ্ত কাফিররা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শানে অকথ্য গালমন্দও করত, উপোহাস করত। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তারা **আল্লাহ্**র পানাহ! জাদুকর বলতেও কুণ্ঠাবোধ করত না।

(আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ্, ১ম খন্ড, ১১৮, ১১৯ পৃষ্ঠা)

পয়াম্বর দাওয়াতে ইসলাম দেনে কো নিকল তা থা
নাওয়িদ রাহাত ও আরাম দেনে কো নিকল তা থা।
নিকলতে থে কুরাইশ ইছ রাহ মেঁ কাঁটে বিছানে কো
ওয়াজ্দে পাক পর ছো ছো তরাহ কে জুলুম ঢানে কো।
খোদা কি বাত ছুন কর মদ্বহাকেঁ মেঁ টাল দেতে থে
নবী কে জিস্মে আতহার পর নাজাসত ডাল দেতে থে।
তামাসখার করতা থা কুঈ, কুঈ পাথর উঠাতা থা
কুঈ তাওহীদ পর হাঁসতা থা, কুঈ মুঁহ চুরাতা থা।
কুরাইশী মর্দ উঠ কর রাহ মেঁ আওয়াজে কাসতে থে
ইয়ে নাপাকি কে চেহরে চার জানিব ছে বরস্তে থে।
কালামে হক কো ছুন কর কুঈ কেহতা থা শায়ির হে
কুঈ কেহ্তা থা কাহিন হে কুঈ কেহ্তা থা সাহির হে।
মগর উহ মম্বয়ে হিল্ম ও হায়া খামোশ রেহতা থা
দোয়ায়ে খাইর করতা থা জফা ও জুলম সেহ্তা থা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আল্লাহ্‌র রাস্তায় নির্যাতন সহ্য করা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলামের জন্য সীমাহীন নির্যাতন সহ্য করেছেন। এসব নির্যাতন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে প্রকাশ্যে নেকীর দাওয়ার পেশ করার পর থেকে। তাই যখনই কাউকে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার কারণে জুলুম নির্যাতনের মখোমুখি হতে হয়, তখনই **সুলতানে খাইরুল আনাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর **আল্লাহ্‌**র পথে আহ্বান করার কারণে নেমে আসা জুলুম নির্যতানের কথা স্মরণ করত: **আল্লাহ্ তা'আলা**র দরবারে শুকরিয়া আদায় করবেন। কেননা, তিনি আপনাকে দ্বীনের জন্য নির্যাতনের শিকার হওয়ার সুন্নাত আদায় করার সৌভাগ্য দান করেছেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ, এভাবে শয়তান ব্যর্থ নিস্ফল হয়ে যাবে। আর আপনার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা সহজ হবে। আল্লাহর রাস্তায় নির্যাতনের শিকার হওয়াও নিঃসন্দেহে একটি সুন্নাত। নির্যাতন সহ্য করাও সুন্নাত। একের পর এক আসতে থাকা কঠোর থেকে কঠোর নির্যাতনের মাঝে নেকীর দাওয়াত অব্যাহত রাখাও সুন্নাত।

সুন্নাতেঁ আম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ
নেক হো জায়েঁ মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) শিয়াবে আবি তালিব

নবুয়ত প্রচারের সপ্তম বৎসরে কুরাইশ কাফিরেরা যখন দেখল যে, অনেক ধরনের জুলুম নির্যাতনের পরও মুসলমানদের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়তেই চলেছে, হামজা ও ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর ন্যায় বীর সৈনিকগণও ঈমান আনয়ন করে ফেলেছেন,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীও মুসলমানদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তখন 'খাসাইসুল কুবরা'র ভাষায় তারা সবাই মিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, **হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ্**র পানাহ! প্রকাশ্যে শহীদ করে দিতে হবে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা আবু তালিব যখন এই কথা জানতে পারলেন, তখন বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের লোকজনকে ডেকে সমবেত করে বললেন: **হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রক্ষা করার জন্য তোমরা তাঁকে আমার ঘাটিতে (শিয়াবে) নিয়ে যাও। অতএব, তা-ই করা হল। (খাসায়িসে কুবরা, ১ম খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা) ঘাটিটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত। এটি ছিল বনু হাশিম গোত্রের বংশানুক্রমিক ভাবে প্রাপ্ত সম্পত্তি। এটিকে 'শিয়াবে আবি তালিব' বলা হত। দুই পর্বতের মধ্যবর্তী পথ এবং এমন জায়গার ঘাটিকে অর্থাৎ ভূখন্ডকে শিয়াব বলা হয়।

সামাজিক ভাবে বিচ্ছিন্ন (সোসাল বয়কট)

কুরাইশ কাফিরেরা যখন জানতে পারল যে, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবগণ (আবু লাহাব ব্যতীত) ধর্মনির্বিশেষে **আরবের সুলতান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজেদের হিফাযতে নিয়ে নিয়েছেন, তখন তারা সবাই মক্কা মুকাররামা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا ও মীনা শরীফ মধ্যবর্তী স্থান মুহাস্সাবে পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল যে, যতদিন পর্যন্ত বনু হাশিমরা **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাদের হাতে সমর্পন করবে না, ততদিন পর্যন্ত কেউ তাদের কারো সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখবে না। তাদের কাছে কোন কিছু বেচাকেনাও করবে না। বৈবাহিক সম্পর্কও করা হবে না। তাদেরকে অবাধে চলাফেরাও করতে দেওয়া হবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

এই ওয়াদানামা লিখে কা'বা শরীফের দরজা মোবারকের উপর লিখে দেয়া হয়। এই প্রতিশ্রুতিতে কুরাইশ কাফিরেরা কঠোর অবস্থানে থেকে বনু হাশিম আর বনু আবদিল মুত্তালিবদের সামাজিক ভাবে বয়কট করে দেয়। অতএব, এই দুই গোত্রের লোকজনও মুসলমানদের সাথে শিয়াবে আবি তালিবে অন্তরীন ছিলেন।

বড়ি সখতি ছে করতে থে কোরাইশ উস ঘর কি নিগরানি,
না আনে দেতে থে গিল্লা ইধর তা হদ্দে ইমকানী।
কুঈ গিল্লে কা সওদাগর আগর বাহার ছে আ জাতা,
তো রাস্তে হি মেঁ জা কর বু লাহাব কম বখ্ত বেহ্কাতা।
পাহাড়োঁ কা দররা এক কেল্লায়ে মাহসূর থা গোয়া,
খোদা ওয়ালোঁ কো ফাকোঁ মারনা মনজুর থা গোয়া।
রাসুলুল্লাহ্ লেকিন মুতমায়িন থে আওর ছাবের থে,
খোদা জিছ হাল মেঁ রাক্ষে উসি হালত পে শাকির থে।

চামড়ার টুকরো খেয়ে নিয়েছিলেন

তখনকার অবস্থা এমন ছিল যে, মক্কা শরীফে বাহির থেকে যেসব খাদ্য শস্যই আসত অত্যাচারী কাফিরেরা সেগুলো নিজেরাই কিনে ফেলত। মুসলমানদের পেতে দিত না। এদিকে শিয়াবে আবি তালিবে অবস্থানরত অন্তরীনদের শিশুরা যখন ক্ষুধার জ্বালায় আহার খুঁজত তখন জালিম কাফিররা তিরস্কারের অট্টহাসিতে মত্ত হত। খুব আনন্দ করত। মায়েদের বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। অন্তরীনরা অনেক দিন যাবৎ না খেয়ে ছিলেন। এমনকি ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তারা গাছের লতা-পাতা খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণের চেষ্টা করতেন। হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: কোন এক রাতে কোত্থেকে তিনি এক টুকরো শুকনো চামড়া পেয়েছিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পানি দিয়ে ধুয়ে আগুনে ঝলসিয়ে কেটে কেটে পানিতে গুলিয়ে ছাতুর মত পান করে ক্ষুধা নিবারনের চেষ্টা করেছিলেন। (আর রওজুল আনফ, ২য় খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা)

উয় ভূকী বচ্ছিয়োঁ কা রোঠ কর ফিল ফৌর মন জানা,
খোদা কা নাম ছুন কর ছবর কি তসবীর বন জানা।
তড়পনা ভূখ্ ছে কুচ্ছ্ রোজ আখের জান খো দেনা,
উয় মাওঁ কা ফলক কো দেখ কর চুপ চাপ রো দেনা।
রিজা ও ছবর ছে দিন কাট গেয়ে উন নেক বখতোঁ কে,
কেহ্ খানে কে লিয়ে মিলতে রহে পাত্তে দরখ্তোঁ কে।
গুজারে তিন সাল ইস রঙ্গ ছে ঈমান ওয়ালোঁ নে,
দেখা দিই শানে ইস্তেকলাল আপনি আন ওয়ালোঁ নে।

উই পোকার সার্থকতা

তিন বৎসর এই ভাবেই কেটে যাওয়ার পর **আল্লাহ্ তা'আলা আপন মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সংবাদ দিলেন যে, কাফিরদের সেই লিখিত প্রতিশ্রুতির লেখাগুলো উই পোকা এমন ভাবে খেয়ে ফেলেছে যে, কেবল **আল্লাহ্ তা'আলার** নাম ছাড়া সেই লিখার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। **নবী পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই সংবাদটি সাথে সাথে আবু তালিবকে জানালেন। তিনি গিয়ে কুরাইশ কাফিরদের নিকট বললেন: হে কুরাইশ দল! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে এই কথা জানিয়েছেন। তোমরা তোমাদের লিখিত প্রতিশ্রুতিপত্রটি নিয়ে আস। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের দেওয়া কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা তোমাদের বয়কট করা থেকে ফিরে এস। পক্ষান্তরে তাঁর কথা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের হাতে সমর্পন করে দেব। তারাও এই কথায় রাজি হয়ে গেল। সত্য সত্যই যখন লিখিত সেই প্রতিশ্রুতিপত্রটি দেখা গেল, কথার অনুরূপই পাওয়া গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ** তা'আলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

এ নিয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হল। পরে পাঁচ ব্যক্তি (হিশাম বিন ওমর, যুহাইর বিন আবি উমাইয়া, মাখযূমী, মুতআম বিন আদী, আবুল বুখতারী ও যাম্'আ বিন আসাওয়াদ) সেই প্রতিশ্রুতিপত্রটি ছিঁড়ে ফেলার জন্য একমত হলেন। অবশেষে আবুল বুখতারী সেটি হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, নির্লজ্জ কুরাইশ কাফিররা লজ্জিত না হয়ে বরং দ্বিগুণ আক্রোশে ফেটে পড়ল। (সীরতে রাসুলে আরবি, ৬৩ পৃষ্ঠা) "সুবুলুল হুদা" কিতাবে উল্লেখ রয়েছেঃ সেই পাঁচ জনের মধ্য থেকে হযরত সায়্যিদুনা হিশাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ও হযরত সায়্যিদুনা যুহাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। (সুবুলুল হুদা, ২য় খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা)

হক কি রাহ্ মেঁ পাত্থর খায়ে খোন মেঁ নেহায়ে তায়েফ মেঁ
দীন কা কিতনী মেহনত ছে কাম আপ নে আয় সুলতান কিয়া।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তায়েফের করুণ সফর

এবার মদীনা শরীফে সফর করা কালে মক্কা শরীফ থেকে ইসলামী ভাইদের উদ্দেশ্যে পাঠানো এক 'ইজতিমায়ী পত্র' থেকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে তায়েফের করুণ কাহিনী পেশ করা হল। অশ্রুসিক্ত নয়নে পাঠ করবেন। নবুয়ত প্রকাশের পর নয় বৎসর পর্যন্ত আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র মক্কা শরীফের লোকজনদের মাঝে ইসলামের প্রচার শুরু করেন। কিন্তু অতি অল্প মানুষই তাঁর নেকীর দাওয়াত কবুল করে নেন। অত্যাচারী কাফিরদের পক্ষ থেকে দিনের পর দিন বিরোধিতার মাত্রা কেবল বাড়তেই থাকে। **শাহে খাইরুল আনাম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দের উপর কাফিররা বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন চালাতে থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। অবশ্য কাফির হওয়া সত্ত্বেও কতেক লোক এমনও ছিল, যারা **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সহমর্মিতা রাখত। তাঁদের মধ্য থেকে এক জন ছিলেন তাঁর চাচা আবু তালিবও। কাফিরদের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। দশম বৎসরে সে ইন্তেকাল করেন। এতে করে কাফিরদের সাহস আরো বেড়ে যায়। তাই তাদের পক্ষ থেকে অত্যাচারের পরিধি আরো বেড়ে যায়। ফলে **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তায়েফ গিয়ে সেখানকার লোকজনের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেবার ইচ্ছা পোষণ করলেন। **বানীয়ে ইসলাম, শাহানশাহে খাইরুল আনাম, মাহবুবে রব্বুস সালাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তায়েফ পৌঁছা মাত্র সর্বপ্রথম ছাকীফের তিন জন সর্দারের কাছে ইসলামের অমীয় বাণী পৌঁছে দিলেন।

উহ হাদী জো না হো সাকতা থা লেগাইরিল্লাহ্ সে খায়িফ,
চলা এক রোজ মক্কে ছে নিকল কর জানিবে তায়িফ।
দিয়া পয়গামে হক তায়িফ মেঁ, তায়িফ কে রঈসোঁ কো,
দেখাঈ জিন্ছে রূহানী কমীনোঁ কো খাসীসোঁ কো।

কলম কাঁপে

আফসোস! ওসব অপদার্থরা **সুন্দর চরিত্রের একমাত্র অনুপম আদর্শ, নবীকুল সর্দার, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট নেকীর দাওয়াতের কথা শুনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করার স্থলে চরম বিরোধিতা শুরু করে দেয়। তারা বিভিন্ন ধরনের বাকবিতন্ডা করতে আরম্ভ করে। হায়! সেই অসচ্চরিত্রের সর্দারেরা এমন সব বেয়াদবী পূর্ণ কথা বলে যে, সেগুলো লিখতে মদীনার এই কুকুরের (লিখক عُفِیَ عَنۡہُ) কলম কাঁপছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

আমার **প্রিয় আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তখনও সাহস হারা হননি। অন্য লোকদের নিকট যান। তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু হায়! শত হাজার আফসোস! **সরওয়রে কায়েনাত, শাহানশাহে মওজূদাত, মাহবুবে রব্বুল ইজ্জত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুক্তির বাণী শোনার জন্য কেহই অগ্রসর হল না। আফসোস! তারা এই মহান উদার শুভাকাংখীকে দুশমন বলেই ধরে নিল এবং তাঁর উপর বিভিন্ন ধরনের মনে কষ্ট দেওয়ার মত জুলুম নির্যাতন আরম্ভ করে দিল। তাদের দুষ্ট উক্তিগুলো কাগজের গায়ে লিখার সেই সাহস মদীনার এই কুকুরের (عُفِيَ عَنْهُ) নেই। ওসব জালিমদের প্রথমে কিছু গালমন্দ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং বখাটে প্রকৃতির কিছু ভবঘুরে গুন্ডা-বদমাশ ছেলেদের **তাঁর** দিকে লেলিয়ে দেয়। এই লেখাগুলো লিখতে গিয়ে মনের ভেতর হাজারো দুঃখ-বেদনা ভিড় জমাচ্ছে। দু'চোখ সিক্ত হয়ে আসছে। হায়! আফসোস! ওসব যুবক জালিমেরা **আমার দুই চোখের মধ্যমণির শৈথিল্য, হৃদয়-মনের প্রশান্তি, উভয় জগতের রহমত, দুনিয়া-আখিরাতের সর্দার, হাসান-হোসাইনের নানাজান, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রাণে বধ করার পরিকল্পনা করতেও কুণ্ঠিত হল না। তারা **তাঁর** সামনে এসে তালি বাজাতে থাকে, বিভিন্ন ধরনের উপহাস করতে থাকে, ওসব জালিমেরা হাতে পাথর উঠিয়ে নিল। আর দেখতে দেখতে...! হায়! হায়! শত কোটি আফসোস! আমার **আক্বা...**, আমার **প্রিয় আক্বা...**! আমার **হৃদয়ে সুলতান আক্বা...**! **বিশ্ব জগতের রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীরে তারা পাথর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করে দিল। হায়! যদি মদীনার এই কুকুর عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) সেই সময়ে জন্ম নিয়ে থাকতাম, ঈমান এনে থাকতাম, রাসুল প্রেমে মত্ত হয়ে, রাসুলের নূরের পতঙ্গ হয়ে, নবীপ্রেমে পাগল হয়ে ওসব পাথর আমার নিজের শরীরে নিয়ে নিতে পারতাম!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

কিন্তু করার কী! ভাগ্যের এও যে এক নির্মম পরিহাস! আমি জানি না যে, সারা বিশ্ব এই অবর্ণনীয় হৃদয়-বিদারক করুণ দৃশ্য কী ভাবে বরদাশত করতে পেরেছিল? হায়! নাজুক নূরানী পবিত্র শরীর পাথরের আঘাতে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। এতই রক্ত মোবারক প্রবাহিত হয়েছিল যে, জুতো মোবারক দয় রক্তে ভরে গিয়েছিল। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন যন্ত্রণার জ্বালায় অস্থির হয়ে বসে যেতেন, তখন জালিম কাফিররা তাঁর কোমল বাহু মোবারক ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিত। যখন পুনরায় পথ চলা শুরু করতেন, তখন তারা আবারো পাথর নিক্ষেপ করতে থাকত আর এতে তারা হাসাহাসি করতে থাকত।

বড়ে আনবুহ দর আনবুহ পাত্থর লে কে দীওয়ানে,
লগে মাহ্ পাত্থরোঁ কা রহমতে আলম পে বরসানে।
উহ আরবে লুতফ জিছ কে সায়ে কো গুলশান তরসতে থে,
এহাঁ তায়েফ মেঁ উছ কে জিসম পর পাত্থর বরসতে থে।
উয় বাজু জো গরীবোঁ কো সাহারা দেতে রেহতে থে,
পয়া পে আনে ওয়ালে পাত্থরোঁ কি চোট সেহতে থে।
উহ সীনা জিছ কে আন্দর নূরে হক মাসতূর রেহতা থা,
উয়হি আব শক হুয়া জাতা থা ইছ ছে খোন বেহতা থা।
জাগা দেতে থে জিন কো হামেলানে আরশ আঁখোঁ পর,
উহ নালাইনে মোবারক হায়ে খোঁ ছে ভর গেয়ী হুয়াকাসর।
হুজুর উছ জোর ছে জব চুর হো কর বইঠ জাতে থে,
শকি আথে থে বাজু থাম কর উপর উঠাতে থে।

পর্বতসমূহের ফেরেশতা

হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام 'মলেকুল জিবাল' (অর্থাৎ- পাহাড়ের জন্য মোতায়েন ফেরেশতা)কে সাথে নিয়ে **তাজেদারে রিসালত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী দরবারে হাজির হলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

মালাকুল জিবাল তাঁকে সালাম আরজ করে আবেদন জানালেন: আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে পাহাড় দুইটি এনে ওসব কাফিরদের উপর চেপে দিই। এই কথা শুনে **মদীনার তাজেরদার, রাসুলদের সরদার, হুযুরে আনওয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জবাব দিলেন: আমি **আল্লাহ্**র পবিত্র সত্তার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখি যে, এসব লোকেরা যদি ঈমান নাও এনে থাকে, তবু তাদের বংশে এমন অনেক লোক সৃষ্টি হবে, যারা **আল্লাহ্**র ইবাদত করবে।

(বুখারী, ২য় খন্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৩১)

আগর ইয়ে লোগ আজ ইসলাম পর ঈমান নিহিঁ লাতে
খোদায়ে পাক কে দামানে ওয়াহদত মেঁ নিহিঁ আতে।
মগর নসলেঁ জুরুর ইন কি ইছে পেঁহচান জায়েঙ্গি
দরে তৌহিদ পর এক রোজ আ কর সর ঝুকায়েঙ্গি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কেউ শাসালে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কেউ যদি আমাদের সামান্য শাসায়, বরং সংশোধনের কথা বলে, তখন দেখা যায়, আমরা নিজেরা সেখান থেকে ফিরে চলে আসি। কেউ যদি গালি দেয় বা থাপ্পড় মারে তাহলে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি প্রতিশোধ নেওয়ার পরও আমাদের রাগ প্রশমিত হয় না। কিন্তু কুরবান হয়ে যান! **খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এত অত্যাচার ও নির্যাতন করার পরও তিনি কখনো নিজের কারণে এতটুকু রাগান্বিত হতেন না। শুধু তাই না, তিনি তাঁর দুশমনদের ধ্বংস ও বিনাশের বাসনাও রাখতেন না। তিনি কেবল বাসনা রাখতেন, সারাবিশ্বে ইসলামের ডঙ্কা বেজে উঠুক, চতুর্দিকে **আল্লাহ্ তা'আলার** দ্বীনের বিজয় হোক, বিশ্বের সকল মানুষ এক **আল্লাহ্ তা'আলার** সামনে মাথা অবনত করুক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

এত সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও অলসতা

ওহে নবীপ্রেমের দাবীদার লোক সকল! ওহে মদীনা মদীনা উক্তিকারী আশেকানে রাসুল! এটির নামই কি ইশকে রাসুল যে, **শফীউল মুযনিবীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো কাঁটা পুঁতে দেওয়া রাস্তায় রাস্তায় হেটে হেটে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। আর এদিকে আমরা শীতল বাতাসের আরামদায়ক পাখার নিচে বরং এসি'র শীতল আবহে দুগ্ধফেননীভ বিছানায় বসেও দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছি না। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপবাস থাকার কারণে নিজের পবিত্র পেটে পাথর বেঁধেও ইসলামের তাবলীগ করেছেন। এদিকে আমরা পেট ভরে খেয়েও তাও স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় খাবার খেয়েও দ্বীনের খাতিরে কিছুই করছি না। নবী প্রেম কি এটিকে বলে! **মাহবুবে রব্বে আকবর, মক্কা মদীনার তাজওয়ার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পবিত্র শরীরে পাথরের আঘাত সহ্য করেও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চলেছিলেন। অথচ আমাদের জন্য মানুষ জন ফুল বিছিয়ে দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও সেই মহান মাদানী কাজটি করা থেকে দূরে সরে রয়েছি।

হায়! মুসলমানদের বিধ্বংসী কার্যকলাপ!

হে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমে আত্মহারা আশেকানে রাসুল! আপনাদের চোখের সামনেই মুসলমানদের এই দুরবস্থা বিদ্যমান। বে-আমলীর ছড়াছড়ি আর মসজিদ বিরাণ হয়ে যাওয়া দেখেও কি আপনাদের মন জ্বলে না! হায়! পশ্চিমা ফ্যাশনের রমরমা অবস্থা, ইংরেজ কৃষ্টির অনুসরণ, অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ প্রোগ্রামগুলো দেখার জন্য ঘরে ঘরে থাকা টি.ভি ও ভি.সি.আর, কদমে কদমে গুনাহের ছড়াছড়ি। হায়! মুসলমানদের বিধ্বংসী কার্যকলাপ! এসব কিছুই মুসলমানদের শুভ কামনামূলক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

আর এসব কিছু আখিরাত অন্বেষী মুসলমানদের জন্য সীমাহীন দুঃখ ও চিন্তার বিষয়। আর তারাই মুসলমানদের সংশোধন করার জন্য অস্থির হয়ে উঠে। হায়! বে-আমল মুসলমানদের সংশোধনের সেই বাস্তবমুখি আগ্রহ যদি আমাদের হত! আসুন, আমরা হাতে হাত মিলিয়ে মাদানী উদ্দেশ্য পূনরায় বলি: **"আমাকে নিজের ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

দো দর্দ সুন্নাতো কা পিয়ে শাহে কারবালা
উম্মত কে দিল ছে লজ্জতে ফ্যাশন নিকাল দো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯০ পৃষ্ঠা)

নেকীর দাওয়াতের মহত্ব ও ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সবাইকে নেকীর দাওয়াতের জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। নেকীর দাওয়াতের কারণে দুনিয়াবী ও আখিরাতের বরকতের কথা কী বলব! **আল্লাহ্ তা'আলা** হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহী পাঠালেন, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দিবে, অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে এবং লোকজনকে আমার আনুগত্য করার দিকে আহ্বান করবে, সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার আরশের ছায়ার নিচে থাকবে।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৭১৬)

ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গুনাহের কাজে বাধা প্রদান না করার শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যেই জাতি ক্ষমতা ও সামর্থ রাখা সত্ত্বেও গুনাহে লিপ্ত লোকজনকে বাধা প্রদান করবে না, সেই বাধা প্রদান না করা জাতি তাদের মৃত্যুর আগেই **আল্লাহ্**র আযাবের শিকার হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

যথা: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছেন: "কোন জাতির যে কোন ব্যক্তি যদি গুনাহে লিপ্ত থাকে, অথচ জাতির কোন লোক শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে সেই গুনাহে বাধা না দেয়, তাহলে মৃত্যুর পূর্বেই **আল্লাহ্ তা'আলা** সেই জাতির উপর আযাব নাযিল করবেন।" (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৩৩৯)

চল্লিশ হাজার সৎলোককেও ধ্বংস করে দেব, কেননা...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বে নামাযী, গালমন্দকারী, ফিল্ম-ড্রামা ও গান-বাজনাকারী এবং গীবত, চুগোলখোরী ইত্যাদি গুনাহ করে থাকে যারা তাওবা করে ফিরে আসে না তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা, মদদ যোগানো, উঠাবসা করা, একসাথে পানাহার করা সবই দুনিয়া ও আখিরাতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। ফাসিক ও ফাজিরদের সাথে উঠাবসাকারীদরে নিন্দা করতে গিয়ে আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২২ খন্ডের ২১১ ও ২১২ পৃষ্ঠায় লিখছেন, **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেন:

وَ اِمَّا یُنْسِیَنَّكَ الشَّیْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۶۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখনই আপনাকে শয়তান ভুলিয়ে দেবে, সে ক্ষেত্রে স্মরণে আসার পর আর অত্যাচারীদের সঙ্গে বসবেন না।

(পারা: ৭, সূরা: আনআম, আয়াত: ৬৮)

(বর্ণিত আয়াতে 'অত্যাচারী' দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে, সেটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন) তাফসীরে আহমদীতে উল্লেখ রয়েছে:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

অত্যাচারী লোক দ্বারা উদ্দেশ্য হল বদ-মাযহাব, ফাসিক ও কাফির। তাদের যে কারো সাথে উঠাবসা করা নিষেধ। (তাফসীরাতে আহমদীয়া, ৩৮৮ পৃষ্ঠা) বর্ণিত রয়েছে যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** হযরত সায়্যিদুনা ইউশা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহী নাযিল করলেন: আমি তোমার লোকালয় থেকে চল্লিশ হাজার লোক ও ষাট হাজার অসৎ লোককে ধ্বংস করে দিব। আরজ করলেন: **হে মালিক**! অসৎরা তো অসৎই, সৎদের কেন ধ্বংস করা হবে? ইরশাদ করলেন: এজন্য যাদের উপর আমার গজব রয়েছে, তারা তাদের উপর অসন্তুষ্ট কেন প্রকাশ করেনি? তারা তাদের সাথে পানাহার শরিক হয়ে থাকে? (আল আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার মাআ মাউসূআতি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ২য় খন্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭১)

নেকীর দাওয়াতের জন্য সফর করা সুন্নাত

হে আশেকানে রাসুল! ব্যাস, গুনাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুন। নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি অন্যদেরকেও বাঁচানোর জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে যান নেকীর দাওয়াত দেয়া। এর জন্য ঘর থেকে বের হয়ে পড়া, এর জন্য সফর করা, এই পথে আসা হাজারো বাধা-বিপত্তি ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা নিঃসন্দেহে আমাদের **প্রিয় আকা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাত। আমাদের উপরও যদি দয়া হয়ে যেত, আমরাও যদি সেই মহান সুন্নাতের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারতাম, নেকীর দাওয়াত পেশ করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে পারতাম, সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য আশেকানে রাসুলদের মাদানী কাফেলায় সফর করতে পারতাম আর এই পথে যে কোন ধরনের বাধা-বিপত্তি সহ্য করার ক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারতাম। হে আশেকানে রাসুল নামধারীরা! দুনিয়াবী কাজকর্ম ও ব্যবসার জন্য তো বছরের পর বছর ঘর থেকে বাইরে দূর দেশে বসবাস করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্** তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনের ডঙ্কা বাজিয়ে তোলার জন্য মাদানী কাফেলাগুলোতে সুন্নাতে ভরা সফরের জন্য জীবনের মাত্র কয়েকটি দিনও কি কুরবানী দিতে পারবেন না?

সুন্নাত হে সফর দ্বীন কি তাবলীগ কি খাতের
মিলতা হে হামেঁ দরস ইয়ে আসফারে নবী ছে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইলমের ফযীলত সম্পর্কিত চারটি হাদীস

মনের মাঝে ইসলামের প্রতি যারা ভালবাসা পোষণ করেন, সেসব ইসলামী ভাইদের প্রতি আমার ব্যথিত অনুরোধ যে, কুরআন ও সুন্নাতা প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলা দুনিয়ার যেখানেই দেখতে পাবেন, তাঁদের সাথে কিছু না কিছু সময় অবশ্যই কাটাবেন। **আল্লাহ্ তা'আলা** যদি আপনাকে তৌফিক দেন তাহলে তাদের সাথে সফর করার মাধ্যমে অসীম সাওয়াবের ভাগীদার হবেন। মাদানী কাফেলায় সফর করা ইলমে দ্বীন হাছিল করার উৎকৃষ্ট মাধ্যম। ইলমে দ্বীনের ফযীলতের কথাই বা কী বলব! **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'জান্নাত মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল'** নামক কিতাবের ৩৮ থেকে ৪০ পৃষ্ঠা থেকে **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর চারটি অমূল্য বাণী লক্ষ্য করুন। (১) যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, ফেরেশতারা তার সেই কাজে খুশি হয়ে তার জন্য নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেয়।

(তাবারানী কবীর, ৮ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৩৪৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(২) যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তা'আলার** ফরজ সমূহ থেকে এক, দুই, তিন, চার কিংবা পাঁচটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করল এবং সেগুলো ভাল মত মুখস্থ করে নিল, অতঃপর লোকদের তা শিক্ষা দিবে, তাহলে সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ১ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস-২০) (৩) যে ব্যক্তি ভাল কিছু শিখার বা শিখানোর জন্য মসজিদের প্রতি গমন করবে, সে একজন পরিপূর্ণ হজ্বপালনকারীর সাওয়াব অর্জন করবে। (তাবারনী কবীর, ৮ম খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৪৭৩) (৪) যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের যাবার জন্য জুতো, মৌজা বা কাপড় পরিধান করে, ঘরের চৌকাঠ (অর্থাৎ- দরজা) ছেড়ে যেতে না যেতেই তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। (তাবারানী, আওসাত, ৪র্থ খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৭২২)

আমীরে কাফেলার সৎচরিত্র

আমাকে মাদানী কাফেলার সফরকারী বানিয়ে দিল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলাও ইলমে দ্বীন অর্জনের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। সারা জীবনে একসাথে ১২টি মাস। প্রতি ১২ মাসে ৩০ দিন। প্রতি ৩০ দিনে মাত্র তিন দিন আশেকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করুন। মাদানী কাফেলার বরকত বুঝার জন্য একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন। যথা: মারকাযুল আউলিয়ার (লাহোর) এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্য শুনুন। তিনি বলেন: আমার বয়স তখন ২৫ বছর পার হচ্ছিল। আমি ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে এতই অজানা ছিলাম যে, নামায, রোজা ইত্যাদির প্রাথমিক জ্ঞানও আমার ছিল না। আমি এক দিন নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাই, এক ইসলামী ভাই অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে আগে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আমাকে মাদানী কাফেলায় সফর করার দাওয়াতও দিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মাহল সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে আমি অসম্মতি জ্ঞাপন করলাম। কিন্তু আমাদের মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেব ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে আমাকে উদ্বুদ্ধ করলেন। আমিও সফরের নিয়্যতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হলাম। ইজতিমার পর সকালেই মাদানী কাফেলা সফর আরম্ভ করে দেবে। আমি দুনিয়ার মোহে আবদ্ধ ব্যক্তি এতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করার কারণে অস্থির হয়ে উঠি। এর পর আবার তিন দিনের মাদানী কাফেলায় মসজিদে অবস্থান করার ভাবনায় আমি ভীত হয়ে উঠি। আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা করলাম। ততক্ষণে আমার আমীরে কাফেলা খুঁজতে খুঁজতে আমার নিকট চলে আসেন। এদিকে শয়তান আমাকে উদ্বুদ্ধ করে, এবার তো তুমি ফেঁসে গেছ। এই মৌলভী সাহেব তো তোমাকে ছাড়বে না। আমিও মনে মনে বললাম: দেখি তাহলে, এ আমাকে কীভাবে কাফেলায় নিয়ে যেতে পারে! অতএব, শয়তানের কুপ্ররোচনায় পড়ে আমি আমার শুভাকাংখী আমীরে কাফেলাকে রাগ ঝেড়ে বললাম: সরে যান মিয়া! আমি আপনাকে চিনি না। আমি কোন মাদানী কাফেলায় যাব না। পথ ছাড়। আমাকে ঘরে যেতে দাও। বিশ্বাস করুন! আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, রাগান্নীত স্বরে ঝেড়ে ফেলার পরও আমীরে কাফেলা একদম মুচকি হেসে যাচ্ছিলেন। রাগান্বিত হয়ে আমার প্রত্যুত্তরে দু'চার কথা শুনিয়ে দেওয়ার স্থলে তিনি অত্যন্ত নম্রতা ও বিনয়ের সাথে মুচকি হেসে হেসে মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য আমাকে বুঝাতে লাগলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত সমাদর করলেন। তাঁর উন্নত ও সুন্দর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মাদানী কাফেলায় সফর করাতে আমাকে রাজি করিয়ে নিল। আমি আশেকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করার জন্য রাওয়ানা হলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মাদানী কাফেলার লোকেরা প্রথম দিনেই শিক্ষা-শিখানোর মাদানী হাল্কার ব্যবস্থা করলেন। আমি মনে মনে খুবই লজ্জিত হয়ে গেলাম। কেননা, অত্যন্ত আফসোসের বিষয় যে, ২৫ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পরও ধর্মীয় মৌলিক বিষয়ের কোন জ্ঞান আমার নেই। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! আশেকানে রাসুলদের সাথে তিন দিন কাটানোর পর আমি ইলমে দ্বীনের অনেক কিছুই শিখতে পেরেছি। যেমন, অযু, গোসল ও নামাযের অনেক অনেক মাস্আলা-মাসায়িল। তাছাড়া নেকীর দাওয়াতের জাগরণ সৃষ্টিকারী মহান জযবা নিয়ে আমি যখন ঘরে ফিরে আসি, তখন মাদানী কাফেলার নিদর্শন স্বরূপ সবুজ রঙের পাগড়ী শরীফের মুকুট আমার মাথায় শোভা পাচ্ছিল।

আচ্ছি সোহবত মিলেঁ, খুব বরকত মিলেঁ, চল পড়ো চল পড়েঁ কাফেলে মেঁ চলো।
লুট লেঁ রহমতেঁ, খুব লেঁ বরকতেঁ, খাওয়াব আচ্ছে দেখেঁ কাফেলে মেঁ চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অটলতা খুবই জরুরী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিষয় যা-ই হোক না কেন, তা অধ্যবসায়, অটলতা সহকারে না শিখলে দক্ষতা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইলমে দ্বীন শিক্ষার ব্যাপারেও একই কথা। আপনার নফস আপনাকে যতই অলসতা দিক না কেন, শয়তান আপনাকে যতই অলসতার নিদ্রা যাওয়ার জন্য যতই শ্লোক শোনাক না কেন, আপনি সদা সতর্ক ও সদা জাগ্রত থাকবেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলাগুলোতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর নিজেও করতে থাকুন, অপরকে দিয়েও করাতে থাকুন। আর ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা-শিখানোতে সর্বদা ব্যস্ত থাকুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাফল্য এসে আপনার পদচুম্বন করবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: **মদীনার সুলতান, সরওয়রে জীশান, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَی اللّٰہِ تَعَالٰی اَدْوَمُھَا وَاِنْ قَلَّ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট সব চাইতে পছন্দনীয় আমল সেটি, যা সর্বদা করা হয়ে থাকে, যদি স্বল্পও হয়।" (মুসলিম, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১৮)

মাদানী ইনআমাত কার জন্য কতটি?

ফিতনা ফ্যাসাদের এই যুগে সহজভাবে নেক আমল করার আর গুনাহ থেকে বাঁচার পদ্ধতিসম্বলিত শরীয়াত ও তরিকতের যৌথ সমন্বয় 'মাদানী ইন্আমাত' প্রশ্নাবলি আকারে সাজানো হয়েছে। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থী (ছাত্র)দের জন্য ৯২টি, মহিলা ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থীদের জন্য ৮৩টি, মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদের জন্য ৪০টি, বিশেষ ইসলামী ভাইদের (প্রতিবন্ধীদের) জন্য ২৭টি মাদানী ইনআম রয়েছে। অসংখ্য ইসলামী ভাই-বোনেরা এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থীরা মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমল করে দৈনিক ঘুমানোর পূর্বে 'ফিক্রে মদীনা' করে অর্থাৎ নিজের আমলের হিসাব করে 'মাদানী ইন্আমাতের' পকেট সাইজ রিসালায় দেওয়া খালি ঘর পূরণ করে থাকেন। এসব মাদানী ইনআমাতগুলেকে ইখলাসের সাথে আমল করতে পারলে নেককার হবার ও গুনাহ থেকে বাঁচার পথে যেসব বাধা রয়েছে **আল্লাহ্ তা'আলার** দয়া ও অনুগ্রহে দূর হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার, গুনাহের প্রতি ঘৃনা আর ঈমান হিফাজতের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। সকলেরই উচিত, চরিত্রবান মুসলমান হওয়ার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা থেকে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা সংগ্রহ করা,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

প্রত্যেক দিন 'ফিকরে মদীনা' করে এতে প্রদত্ত ঘরগুলো পূরণ করা আর হিজরী সন অনুযায়ী প্রত্যেক মাদানী অর্থাৎ চান্দ্র মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদারের নিকট জমা দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

ওলী আপনা বানা তু উছ কো রব্বে লাম ইয়াযাল
মাদানী ইন্‌আমাত পর করতা রহে জো কুয়ী আমল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমলকারীদের জন্য মহান সুসংবাদ

মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণকারী ব্যক্তিরা কতই যে সৌভাগ্যবান হয়ে থাকেন, এই মাদানী বাহারটি থেকে তা বঝে নিতে পারবেন। যথা: (বাবুল ইসলাম, সিন্ধের) হায়দ্রাবাদের এক ইসলামী ভাই শপথ করে বলছেন, ১৪২৬ হিজরীর রজব মাসের কোন এক রাতে আমার **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখার মহা সৌভাগ্য হয়। তাঁর নূরানী দুই ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠে এবং রহমতের ফুল বর্ষিত হয়। তাতে মিষ্টি বুলি ফুটে উঠে ঠিক এ রকমই: যে ব্যক্তি এই মাসে দৈনিক নিয়মিতভাবে মাদানী ইন্‌আমাত সম্পর্কিত ফিক্‌রে মদীনা করবে, **আল্লাহ্ তা'আলা** তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলোচনার শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে আলোচনা করার সৌভাগ্য অর্জন করতে চাই। **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, শময়ে বযমে হেদায়ত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

“যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে যেন আমাকেই ভালবাসল। আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সাথে অবস্থান করবে।” (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সীনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা
জান্নাত মেঁ পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বসার ১৮টি মাদানী ফুল

✱ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যেসব মানুষ অনেক ক্ষণ পর্যন্ত কোন স্থানে বসে আর **আল্লাহ্**র যিকির ও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ না পড়ে সেখান থেকে উঠে যায়, তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। **আল্লাহ্ তা'আলা** ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দিবেন, ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন।” (আল মুসতাদরিক লিল হাকিম, ১ম খন্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮৬৯) ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ বলেন: আমি **সায়্যিদুল মুরসালীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পবিত্র কা'বা শরীফের আঙ্গিনায় ইহতিবা অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছেন। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬২৭৬) ইহতিবা অবস্থায় বসা মানে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসে দুই হাঁটুকে উভয় হাতের বন্ধনে আবদ্ধ করে ধরা। এভাবে বসা বিনয়ের পর্যায়ভূক্ত। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠা) ✱ এভাবে বসার সময় বরং যে কোন অবস্থাতেই পর্দা করার স্থানগুলোর নমুনা যেন কোন ভাবেই দেখা না যায়। অতএব, পর্দার উপর পর্দা করার জন্য বসার বেলায় হাঁটু থেকে গোড়ালী পর্যন্ত একটি চাদর দিয়ে ঢেকে নিবেন। পরণের জামা যদি সুন্নাত মোতাবেক হয়ে থাকে, তাহলে সেটির আঁচল দিয়েও পর্দার উপর পর্দা করা যেতে পারে। ✱ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফজরের নামাযের পর সম্পূর্ণ রূপে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত চারজানু হয়ে বসে থাকতেন। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৫০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তা'আলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

✱ 'জামেয়ে কারামাতে আউলিয়া' কিতাবের প্রথম খন্ডের ৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: ইমাম ইউসুফ নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দুজানু হয়ে বসাতে অভ্যস্থ ছিলেন। অর্থাৎ নামাযে যেভাবে (আত্তাহিয়াতে) বসে। ✱ নামাযের বাইরেও (অর্থাৎ নামায না পড়া অবস্থায়ও) দুজানু হয়ে বসাই উত্তম। (মিরআত, ৮ম খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা) ✱ **সারওয়ারে কায়েনাত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাধারণত সময় কিবলামুখী হয়েই বসতেন। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা) ✱ **নবী পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সব চাইতে সম্মানিত বৈঠক সেটিই, যাতে কিবলার দিকে মুখ করা হয়।" (তাবারানী আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৩৬১) ✱ হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ প্রায় সময় কিবলার দিকে মুখ করেই বসতেন। (আল মাকাসিদুল হাসানা, ৮৮ পৃষ্ঠা) ✱ শিক্ষক ও মুবাল্লিগদের পক্ষে শিক্ষাদান ও বয়ানের সময় কিবলার দিকে পিঠ করে বসা সুন্নাত, যাতে করে শ্রোতামন্ডলীর মুখ কিবলার দিকে হয়। যথা, হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা হাফেজ সাখাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জন্যই কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে বসতেন যে, তিনি যাদরে ইলমের শিক্ষা দিচ্ছেন কিংবা ওয়াজ করছেন তাদের মুখ যেন কিবলার দিকে থাকে। (আল মাকাসিদুল হাসানা, ৮৮ পৃষ্ঠা) ✱ হযরত সায়্যিদুনা আনস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসুলে করীম, রাউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর সাথীদের সামনে কখনো হাঁটু ছাড়িয়ে বসতে দেখা যায় নি। (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২২১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৯৮) হাদীসটিতে **رُكْبَتَيْن** (হাঁটুদ্বয়) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী তা দ্বারা উভয় পা বুঝানো হয়েছে। যেমন, প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: অর্থাৎ **হুজুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কোন বৈঠকে কারো দিকে পা ছাড়িয়ে দিয়ে বসেননি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

না সন্তানদের দিকে, না পবিত্র স্ত্রীগণের দিকে, না গোলামদের দিকে, না খাদেমদের দিকে। (মিরআত, ৮ম খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা) ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ঘরের দিকে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার কারণে কখনো পা ছাড়িয়ে দিইনি। তাঁর বরকতময় ঘর ও আমার বাসস্থান মাত্র কয়েকটি গলির ব্যবধান হওয়া সত্ত্বেও আমি সেদিকে কখনো পা ছাড়িয়ে দিইনি। (মানাকিবুল ইমামে আযম আবু হানিফা লিল মুফিক, ২য় অংশ, ৭ পৃষ্ঠা) ✱ আগত লোকের উদ্দেশ্যে সরে বসা সুন্নাত। বাহারে শরীয়াতের ৩য় খন্ডের ৪৩২ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে: একদা কোন এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। তখন **নবী পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মসজিদে অবস্থান করছিলেন। সেই লোকটির জন্য **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের স্থান থেকে সরে গেলেন। তিনি আরয করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! জায়গা তো অনেক রয়েছে (অর্থাৎ আমাকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য তো আপনাকে সরার কষ্ট করতে হতো না)। তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "মুসলমানদের হক এই যে, তার কোন ভাই যদি তাকে দেখতে আসে, তখন তাকে জায়গা দেবার জন্য সরে যাওয়া।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৯৩৩) ✱ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমাদের কেউ ছায়ায় থাকবে। এমতাবস্থায় তার দেহ থেকে ছায়া সরে গিয়ে সে এখন অর্ধেক ছায়া আর অর্ধেক রোদে থাকে। সে ক্ষেত্রে তার উচিত সেই জায়গাটি উঠে যাওয়া।" (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮২১) ✱ আমার আকা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ লিখেছেন: পীর কিংবা ওস্তাদের বসার জায়গায় কখনো বসবে না। এমনকি তাদের অবর্তমানেও। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

✱ কখনো কোন ইজতিমা বা মজলিসে আগমন করলে কখনো কোন মানুষের শরীর ডিঙ্গিয়ে যাবে না। যেখানে জায়গা মিলবে সেখানেই বসে যাবে। ✱ বসার সময় জুতো খুলে রাখবেন। তাহলে আপনার পায়ে আরাম লাগবে। (আল জামিউস সগীর, ৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৫৪) ✱ মজলিশ থেকে ফারেগ হয়ে নিচের দো'আটি তিন বার পাঠ করে নিবেন। এতে আপনার ভুল সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কোন ইসলামী ভাই এই দো'আটি যদি যিকিরের মজলিশ কিংবা যে কোন উত্তম মজলিসে পাঠ করে তাহলে তার জন্য সেই সৎকাজে মোহর মেরে দেওয়া হবে। দো'আটি হল:

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৫৭)[১]

হাজারো সুন্নাত শিক্ষার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'সুন্নাতেঁ আওর আদাব'** কিতাব দুইটি হাদিয়া দিয়ে কিনে সংগ্রহ করে নিন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলাগুলোতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করাও সুন্নাত প্রশিক্ষণের এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

লোটনে রহমতেঁ কাফেলে মেঁ চলো, শিখ্নে সুন্নাতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।
হোঙ্গি হল মুশকিলেঁ কাফেলে মেঁ চলো, খতম হোঁ শা-মতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

[১] (**অনুবাদ:** তুমি পবিত্র সত্তার মালিক। **হে আল্লাহ্!** সমস্ত প্রশংসা এক মাত্র তোমারই জন্য। তুমি ছাড়া কোনই মাবুদ নেই। আমি তোমার নিকট গুনাহ ক্ষমা চাই আর তোমার নিকট তাওবা করছি)।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১৮ রাযবুল মুরাজ্জমক ১৪৩৩ হিঃ

09 - 06 - 2012

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন শরীফ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত
কানযুল ঈমানের অনুবাদ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	জুহারা নিরা	বাবুল মদীনা করাচী
তাফসীরে খাযিন	আকোড়া খটক	তাবিইনুল হাকায়িক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
হাশিয়াতুস সাবী আলাল জালালিন	দারুল ফিকির, বৈরুত	হাশিয়াতুল তাহতাভি আলাদ দুররে মুখতার	কোয়েটা
তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	ফাতোওয়ায়ে আলমগীরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
বোখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	দুররে মুখতার	দারুল মারূফ, বৈরুত
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	ফাতোয়ায়ে রযবীয়া	রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত		
নাসাঈ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ইত্তিহাফুস সা'দা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
আবু দাউদ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
জমউল জাওয়ামে	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মুকাশাফাতুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
শরহে সহীহ মুসলিম	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	তাজকিরাতুল ওয়ায়েজিন	পেশওয়ার
মিরাতুল মানাজিহ	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	ওয়াসায়িলে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net